কোনও সম্পর্কে অথবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীহরিকে পূজা করে, সে জন সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শ্রীহরিপদ লাভ করে। ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীনারদ-পুণ্ডরীক সংবাদেও দেখা যায়—"যে নৃশংসা দুরাচারাঃ পাপাচাররতাঃ সদা। তে যান্তি পরমং ধাম নারায়ণপদাশ্রয়াঃ॥ লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ। পুনান্ত সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥ জন্মান্তর-সহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী। দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ॥ স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ। কিং পুনস্তদ্গত-প্রাণাঃ পুরুষঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ॥" যাহারা কুটিলচিত্ত, দুরাচার এবং সর্ব্বদা পাপাচারে রত, তাহারাও যদি শ্রীনারায়ণচরণে শরণাগত হয়, তাহা হইলেও যে ধামে গেলে আর পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না, সেই ধামে গমন করে। বৈষ্ণবগণ কখনও পাপে লিপ্ত হয় না। যেহেতুক, শ্রীহরিচরণ আশ্রয়-প্রভাবে তাহাদের পাপ-প্রবৃত্তির বীজ বাসনা পর্য্যন্ত নাশ হইয়া যায়: তাহারা উদিত সহস্রাংশু সূর্য্যের মত সকল লোককে পবিত্র করিতে সামর্থ্য লাভ করে। যাহার সহস্র সহস্র জন্মের সৌভাগ্য ফলে "আমি বাসুদেবের দাস"—এই প্রকার সুমতির উদয় হয়, সেজন সকল লোককে জড়ীয় অহমিকাগ্রন্থি হইতে বিমোচন করিতে সমর্থ এবং সেই পুরুষ নিজে শ্রীবিষ্ণুর সমান লোকে বাস করিবার অধিকার লাভ করে। যাহারা শ্রীহরিগতজীবন এবং সংযতেন্দ্রিয়, সেইসকল পুরুষ যে নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শ্রীহরিচরণসমীপে গমনের অধিকার লাভ করিবে, তাহা তো বলাই বাহুল্য। অতএব, রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যেও পাওয়া যায়—"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্-ব্রতং মম॥ যে জন শরণাগত হইয়া একবারও বলিবে যে—"হরি হে! আমি তোমার" আমি তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা অভয় দান করিয়া থাকি। শ্রীগরুড়পুরাণেও উল্লেখ আছে যে—"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বথা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং হরেঃ॥" যে জন শরণাগত হইয়া একবারও বলিবে যে—"হরি হে! আমি তোমার" শ্রীহরি সর্ব্বদা তাহাকে সকলপ্রকার ভয় হইতে অভয় দান করিয়া থাকেন—ইহাই শ্রীহরির ব্রত। ১।১ অধ্যায়ে শ্রীশৌনক শ্রীসূতগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নামবিবশো গৃণন্। ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥" যে জন ঘোরতর সংসারমধ্যে পতিত হইয়া বিশেষ পরাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে, সে একবার উচ্চারিত নামের প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। যেহেতু